৯

দৈনিক ইনকিলাব ১১৬

তারিখ 04 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস-সংঘর্ষ সাম্প্রতিককালে ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ৩০ দিনে দেশের ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস কিংবা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং এতে ৭ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষিত হয়েছে, বাকীগুলোতে বিরাজ করতে চরম উত্তেজনা। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ডিগ্রী পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শতকরা ৯৫টিতে সন্ত্রাসের পরিবেশ বিরাজ করছে। শিক্ষাঙ্গনের এই নাজুক পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক বললেও কম বলা হয়। এক সময় ছিল যখন প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই সন্ত্রাস-সংঘর্ষ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু, কালক্রমে সন্ত্রাস কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, কারিগরি ইনস্টিটিউট এমনকি মহিলা কলেজ এবং মাদ্রাসাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। গত ৩০ দিনের হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, এই সময়ে ১টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি মেডিক্যাল কলেজ, ২টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ১টি কৃষি কলেজ এবং ১টি মাদ্রাসা সন্ত্রাস-সংঘর্ষের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া, এই সময়ে ২টি মহিলা কলেজে গোলযোগ ও মারামারীর ঘটনা ঘটেছে। শিক্ষাঙ্গনে এই সন্ত্রাস-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে প্রধানতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে। কোথাও কোথাও একই সংগঠনের দু'টি বিবদমান গ্রুপের মধ্যেও সংঘর্ষ হয়েছে। এইসব সংঘর্ষে ব্যবহৃত হয়েছে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা ও ককটেল। কোথাও কোথাও লাঠিসোঁটা, দা, ইটপাটকেলও ব্যবহৃত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রভাব বলয় বিস্তার, সীট দখল, চাঁদা আদায়, দলীয় কোন্দল ইত্যাদি এইসব সংঘাত-সংঘর্ষের কারণ। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস-সংঘর্ষ একটি জাতীয় সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই সমস্যার কারণে দেশের শিক্ষার মানই শুধু ব্যাহত হয়নি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, পরীক্ষায় বিলম্ব, ফল প্রকাশে অহেতুক সময় হরণ প্রভৃতির জন্যে সেশন জটেরও সৃষ্টি হয়েছে। এর অনিবার্য ফল হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ১ লাখ বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পড়াশুনা করছে। এদের বিদেশ গমনের একটা বড় কারণ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও সেশন জট। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্যে এ পর্যন্ত বহু পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বহু আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় বিভিন্ন পর্যায়ে। কিন্তু, কিছুতেই কিছু হয়নি। প্রশ্ন উঠেঃ সন্ত্রাসীরা কি এতই শক্তিশালী, তাদের খুঁটির জোর কি এতই বেশী যে, কোনোভাবেই তাদের প্রতিহত করা যায় না, তাদের হাত থেকে শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করা যায় না? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে হলে সত্রাসীদের শক্তির উৎস ও খুঁটির জোর কোথায়— সেটা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। বলা বাহুল্য, ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় লালিত। আর ছাত্র সংগঠনগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে পরিচিত। এ থেকেই অনুধাবন করা যায়, সন্ত্রাসীদের ক্ষমতার উৎস ও খুঁটির জোর কোথায়। ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো যদি সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেয়, তাহলে সন্ত্রাসীরা কখনই তাদের তৎপরতা চালাতে পারে না। দুর্ভাগ্যজনক এই যে, প্রতিটি ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনই বক্তৃতা-বিবৃতিতে সন্ত্রাস বিরোধী বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। অথচ, বাস্তবে এর বৈপরীত্যই লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে সাংগঠনিক অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে কার্যকর করতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে দৃঢ় ঐকমত্য। বহুবার এই বিষয়টির প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু, কাজের কাজ কিছু হয়নি। সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিক্ষক-অভিভাবকদেরও একটা বড় ভূমিকা রাখার অবকাশ রয়েছে। বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমরা আশা করতে চাই, সংশ্লিষ্ট সকলে শিক্ষাঙ্গনে নিরাপদ ও নিরুপদ্রব পরিবেশ প্রতিষ্ঠার আন্তরিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসবেন।